***International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)***
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 79-82*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.79-82**

# প্রাচীন ভারতীয় ভাষা দর্শনে বৈশেষিক আচার্যগনের অবদান

**রাহুল দত্ত**
*রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract:***
*Among the numerous theories discussed in Indian linguistics, one important theory is the theory of semantics. Pluralist Indian philosophy recognizes different views on words, semantics, sentences and phrases. From the Rikveda to Sankhya Nyaya, Mimamsa and Grammatical philosophy, there are rich discussions of semantics, which have enriched Indian linguistics. Philosophical thoughts on semantics are found in the ancient texts of Vaishika philosophy. From Maharishi Kanada to Acharya Prasadpada, from Udayanacharya to Sankaramisra, the views expressed by many Vaishika acharyas on the meaning and semantics of words have enriched the language-philosophical thinking of the Vaishika community.*

**Keywords: Philosophical thoughts, semantics.**

ভাষা হল মানুষের চিন্তার প্রকাশ। ভাষার মাধ্যমেই একজন মানুষের মনের ভাব অন্যজনের মনে পৌঁছে যায়। কাজেই ভারতীয় ভাষা দর্শনে আলোচিত বহুবিধ তত্ব সমূহের মধ্যে শব্দার্থতত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শব্দের স্বরূপ কী? শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধটি কীরূপ? শব্দ নিত্য না অনিত্য? এই সকল একাধীক বিষয় শব্দার্থ তত্ত্বে আলোচিত হয় আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য শব্দার্থ সম্পর্ক বিষয় বৈশেষিক দার্শনিকদের অভিমত।

প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, বৈশেষিক দর্শনে শব্দকে স্বতন্ত্র বা পৃথক প্রমাণের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বৈশেষিক সূত্রাকার মহর্ষি কণাদের বক্তব্যেও শব্দ বা শব্দার্থ সম্বন্ধে তেমন কোন অভিমত পাওয়া যায়না। প্রধান বৈশেষিক শাস্ত্র সাহিত্যের মধ্যে শব্দ সংক্রান্ত বিশদ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেয়ে থাকি প্রধানত কণাদ সূত্রকে কেন্দ্র করে রচিত আচার্য প্রশস্তপাদের উপর রচিত আচার্য শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী টীকা এবং আচার্য উদয়নের কিরনাবলী টীকায়। শব্দার্থ সম্বন্ধ বিষয়ক দার্শনিক ভাবনা আমরা পেয়ে থাকি প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে। মহর্ষিকনাদ থেকে শুরু করে আচার্য প্রশস্তপাদ,

উদয়নাচার্য থেকে শুরু করে শঙ্কর মিশ্র পর্যন্ত অনেক বৈশেষিক আচার্যই শব্দের স্বরূপ ও শব্দার্থ বিষয়ে যে অভিমত পোষন করেছেন সেগুলি এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো --

বৈশেষিক দর্শনে শব্দকে অনিত্য বলা হয়েছে।১ শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গেও বৈশেষিক আচার্যগনের নিজস্ব অভিমত আছে। তাঁদের মতে এই শব্দ দুই প্রকার - বর্ণাত্মক শব্দ এবং ধন্যাত্মক শব্দ। কোকিলের শব্দ, ঢাকের শব্দ ইত্যাদি হল ধ্বন্যাত্মক শব্দ। এই শব্দগুলির কোন অর্থ নাই। আর যে সকল শব্দগুলি ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয় তাই হল বর্ণাত্মক শব্দ। এই শব্দ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা হয়ে থাকে।

বর্ণাত্মক শব্দ এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ এই দুই প্রকার শব্দের মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দ কিভাবে উৎপত্তি হয়, সেই প্রসঙ্গে আচার্য প্রশস্তপাদ বলেছেন - আত্মা বা মনের সংযোগ যখন ঘটে তখন যে বর্ণ পূর্বেই অনুভূত হয়েছিল তার স্মরণ হওয়ার জন্য, শব্দ বা বর্ণ উচ্চারণ করাবার ইচ্ছা তৈরী হয় এবং পর মুহূর্তে আসে উচ্চারণের প্রযত্ন। আর সেই প্রযত্নবশত উদরস্থবায়ু ঊর্দ্ধদিকে উঠে কণ্ঠ ইত্যাদি স্থানে সংযুক্ত হলে মুখাবচ্ছিন্ন আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় বর্ণাত্মক শব্দ। অন্যদিকে, ভেরী প্রভৃতির সঙ্গে দন্ডাদির সংযোগ এবং ভেরী প্রভৃতির সহিত আকাশের সংযোগ এই উভয়বিধ সংযোগ থেকে উৎপন্ন শব্দ হলো ধন্যাত্মক শব্দ।২

বৈশেষিক মতানুসারে উৎপত্তির দিক থেকে শব্দ ত্রিবিধঃ সংযোগজ শব্দ, বিভাগজ শব্দ ও শব্দজ শব্দ। ভেরী ও দন্ড-এই দুই এর সংযোগ হতে উৎপন্ন শব্দ হল সংযোগজ শব্দ। গাছের ডাল ভাঙলে যে শব্দ হয় বা বাঁশ ফাটালে বাঁশের দুটি ভাগ হতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা হল বিভাগজ শব্দ। এই দুই প্রকার ছাড়া তৃতীয় প্রকার শব্দটি হল শব্দজ শব্দ।৩

আচার্য প্রশস্তপাদ বলেন, সংযোগ অথবা বিভাগের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাই বীচিতরঙ্গ ন্যয় অনুসারে শব্দ সন্তান উৎপন্ন করে। আর এই শব্দ সন্তান যখন কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছায় তখন শব্দের শ্রবন হয় আমাদের। আর এই ধরনের শ্রুত শব্দকেই বলা হয় শব্দজ শব্দ।৪

শব্দজ শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বীচিতরঙ্গ ন্যয় বলা হয়েছে, এখানে বীচিতরঙ্গ বলতে বোঝায় - স্থিমিত পুকুরের জলে পাথর নিক্ষেপ করলে তার চারপাশে তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ হতে আবার অন্য তরঙ্গ, আবার তার থেকে অপর তরঙ্গ হতে হতে সেই সকল তরঙ্গ পুকুরের পাড়ে এসে সমাপ্ত হয়। ঠিক এইভাবে তরঙ্গকারে শব্দ শ্রোতার কর্ণকুহরে পৌঁছে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাই হল শব্দজ শব্দ।

বৈশেষিক আচার্যগন বলেন শুধুমাত্র শব্দ উচ্চারণের সময়ই শব্দের শ্রবণ হতে পারে। উচ্চারনের হবার আগে বা পরে শব্দের কোন প্রকার শ্রবন হয় না। তাই বলা চলে শব্দ কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশীল।

বৈশেষিক সূত্রাকার মহর্ষি কণাদ নিত্য পদার্থের সঙ্গে শব্দের বৈধর্ম্ম থাকায় শব্দকে নিত্য না বলে তার অনিত্যাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আচার্য শঙ্কর মিশ্র তাঁর 'উপস্কার' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থে কণাদের এই বক্তব্যটিকে যুক্তি সহকারে উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেন - একটি ঘরে যখন প্রদীপের আলো প্রকাশিত হয়

তখন ঘট প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যক্ষ করে কেউ এই প্রকার অনুমান করে না যে, ঘরে প্রদীপ বর্তমান আছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আড়াল থেকে শব্দ উচ্চারণ করে করে থাকে তখন সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনে শ্রোতা অনুমান করতে পারেন যে অমুক ব্যাক্তি কথা বলছে। সুতরাং বলা যায় আগে থেকেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ঘটাদির সঙ্গে শব্দের বৈধর্ম্ম রয়েছে। স্বভাবতই বলা যেতে পারে ঘট যেমন প্রদীপের আলোতে প্রকাশিত হয়; শব্দ যদি সেরকম কণ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশিত হত, তাহলে বক্তা উচ্চারিত শব্দ শুনে সেই নির্দিষ্ট উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে অনুমান করা সম্ভব হত না।৫

শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক বিষয়ে বৈশেষিক দার্শনিকদের অভিমত ন্যায় মতের অনুরূপ। শ্রীধর ভট্ট তাঁর 'ন্যায়কন্দলী' নামক গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলে মনে করেন না। এখানে তিনি বলেন শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন রূপ স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ উপস্থিত নেই। বরং এই সম্বন্ধ হল বাক্য ও বাচকের সম্বন্ধ। এবং এই সম্বন্ধ অস্থায়ী ও অনিত্য। নৈয়ায়িকগন বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছার সাহায্যেই একটি নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট শব্দকে প্রতিপাদন করে এবং এক্ষেত্রে শব্দ বাচক রূপে এবং অর্থ বাচ্য রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। ৬ নৈয়ায়িক মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সমন্ধ তা ঈশ্বর সংকেতের উপর নির্ভর করে। বৈশেষিক আচার্য শ্রীধর ভট্ট শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে শব্দ সংকেতই সমর্থন করেছেন। দেশভেদে শব্দের সাথে সাথে তার অর্থেরও ভেদ ঘটে, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন'চৌর' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা দাক্ষিণাত্যবাসী 'ভাত' বুঝে থাকেন; আবার আর্য্যাবর্ত্তবাসী একই শব্দ দ্বারা তস্কর বুঝে থাকেন। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট শব্দের বিভিন্ন প্রকার সংকেতই শব্দার্থ সম্বন্ধের নিয়ামক।৭

ন্যায়-বৈশেষিক উভয় দর্শন সম্প্রদায় যেহেতু শব্দের অর্থ প্রতিপাদনে শুধুমাত্র শব্দের সংকেত-ই সহায়তা করে, তাই বৈশেষিক দার্শনিকগণ শব্দের অর্থবোধের জন্য বৈয়াকরণীদের স্ফোটবাদকে অস্বীকার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতে পারে শব্দার্থের প্রত্যয় তাহলে কীভাবে সম্ভব হয়? এ প্রসঙ্গে বৈশেষিক সূত্রাকার তাঁর ৭।২।২০ সূত্রে বলেছেন শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ হল সংকেত। ৮ বৈশেষিক সূত্রের ২।২।২১ সংখ্যাকে সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর মিশ্র স্পষ্ট ভাষায় স্ফোটবাধের বিরুদ্ধে বৈশেষিক দার্শনিকদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেন- যেহেতু সংকেতের দ্বারাই অর্থবোধ হয়, ৯ সুতরাং স্ফোট নামক অন্য কোন কিছু স্বীকার করা অনাবশ্যক। ১০

**মূল্যায়ন:** বৈশেষিক ভাষা দর্শনের অন্তর্গত শব্দার্থ বিষয়ক তত্ত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, বৈশেষিক আচার্যগন যেভাবে বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক এই দুই প্রকার শব্দের মধ্যে বিভাগ কল্পনা করেছেন, তার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ শব্দ মাত্রই বা ধ্বনি মাত্রই 'বর্ণাত্মক' যেমন- বলা যেতে পারে যে, কোন শব্দ বা ধ্বনি কর্ন ইন্দিয়ে শ্রবন হওয়ার পর সেই শব্দের প্রকাশ ঘটে বর্ণের দ্বারাই। ভেরী বা দন্ডের সংযোগের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় 'তা-ধিন' এইরূপে বোধ হয়। কাজেই বলা যায় বর্ণ কে বাদ দিয়ে কোন ধ্বনির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার শব্দ নামক তৃতীয় প্রকার শব্দ স্বীকার করা ও অপ্রয়োজনীয়।

বীচিতরঙ্গ ন্যায় অনুসারে এক শব্দ হতে অপর শব্দ; তা থেকে অন্য এক শব্দে- প্রকার শব্দজ স্বীকার করা অযোক্তিক। মূল শব্দকে স্বীকার করাই যথেষ্ট। আধুনিক শব্দ বিজ্ঞানেও শব্দের তরঙ্গ স্বরূপত্ব প্রমাণিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে 'শব্দজ-শব্দ' নামক তৃতীয় প্রকার টির অস্তিত্ব ভ্রমাত্মক হয়েছে তা বলা যায়। তাছাড়া বৈশেষিকগন যে ভাবে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ কে অনিত্য বলেছেন সেই প্রসঙ্গে বলতে পারি শব্দের সঙ্গে যদি অর্থের নিত্য সম্বন্ধ থাকতো তাহলে রথ শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই সম্মুখে রথ এসে হাজির হত কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয় না; তাই বৈশেষিক মত এখানে যুক্তিযুক্ত। তবে এই সকলে ছোটখাটো দোষ ত্রুটি সত্বেও বলতে হয় যে, শব্দার্থক সম্বন্ধ বিষয়ক বৈশেষিক দার্শনিকদের অভিমত নিঃসন্দেহে ভারতীয় ভাষা দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে।

**সূত্রনির্দেশ:**

১। বৈশেষিক দর্শনঃ প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা-১৩৯

২। স দ্বিবিধো বর্ণলক্ষনো ধ্বনিলক্ষনশ্চ। তত্র অকারাদির্বর্নলক্ষণঃ শঙ্খাদিনিমিত্তো ধ্বনিলক্ষনশ্চ। তত্র বর্ণলক্ষণস্যোৎপত্তিঃ আত্মমনসোঃ সংযোগাৎ স্মৃত্যপেক্ষাদবর্ণোচ্চারণেচ্ছা তদনন্তরং প্রযত্নস্তমপেক্ষমাণাদাত্মাবায়ুসংযোদ্বায়ৌ কর্ম জায়তে স চ ঊর্ধ্বং গচ্ছন কণ্ঠাদীনভিহন্তি ততঃ স্থানবায়ু সংযোগাপেক্ষমানাৎ স্থানাকাশসংযোগাৎ বর্ণোৎপত্তিঃ। অবর্ণলক্ষনোহপি ভেরীদন্ডসংযোগাপেক্ষাদ্ধের্যাকাশ-সংযোগাদুৎপদ্যতে, - প্রশস্তপাদ ভাষ্য- শব্দ প্রকরন।

৩। সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ।। ২।২।৩১ – বৈশেষিক সূত্র।

৪। শব্দাচ্চ সংযোগবিভাগনিস্পন্নাদ্বীচীসন্তানবচ্ছন্দসন্তান – প্রশস্তপাদ ভাষ্য- শব্দপ্রকরন।

৫। শব্দতত্বঃ শ্রী রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-১১১

৬। ন্যায় দর্শনঃ দ্বিতীয় খন্ড, ফনিভূষন তর্কবাগীশ, পৃষ্ঠা-২৯১

৭। শব্দতত্বঃ শ্রী রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-২৪০

৮। বৈশেষিক দর্শন – প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা-২৪

৯। 'এই শব্দ থেকে এই রূপ অর্থ বোঝাবে' – এই রূপ ঈশ্বর ইচ্ছার সংকেত।

১০। শব্দতত্বঃ শ্রী রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-১৫৭

**গ্রন্থপঞ্জী:**

1) বৈশেষিক দর্শনঃ প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-২০১১
2) ন্যায় সম্মত প্রমান তত্ত্বের রূপরেখাঃ প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, কেয়া মন্ডল, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা-২০১৭
3) প্রশস্তপাদ ভাষ্যাম্ শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-২০০৭
4) শব্দতত্বঃ শ্রী রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, সদেশ, কলকাতা-২০০৮
5) শব্দার্থ সম্বন্ধ সমীক্ষাঃ গঙ্গাধর কর, মহাবোধী বুক এজেন্সী, কলকাতা-২০০৩
6) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস: করুনাসিন্ধু দাস, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৯৯৬
7) ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ব পরিক্রমাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
8) ন্যায়বৈশেষিকের ভাষা – অমিত ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা - ২০০৩